কালি-কলম সম্পাদক মুরলীধরকে লিখিত পত্রগুচ্ছ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রাবলী

১

ভাগলপুর

২০শে ভাদ্র, ১৩৩৩

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পেয়েচি বটে তবে যে লিখেচেন, কালি-কলম একখানা পাঠালেন—সেইখানাই পাই নাই। অসুবিধা না হলে একখানা পাঠাবেন—দেখব কাগজখানা। শৈলজাবাবু এর মধ্যে আছেন দেখলুম—তাঁর সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল, মনে আছে, ২/৩ বছর আগে ডাঃ কালিদাস নাগের বাড়ি এক পূর্ণিমা সম্মিলনীতে—গোকুল * তখন বেঁচে আছে। শৈলজাবাবুর মনে আছে কি?

গল্প দেব, তবে আমি তেমন নিয়মনিষ্ঠ নই, এই মুস্কিল।

আমার নমস্কার জানবেন, কাগজখানা ঠিক পাঠাবেন।

নিঃ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(*গোকুলচন্দ্র নাগ—কল্লোলের সহ-সম্পাদক)

২

ভাগলপুর

২-১১-২৬

সবিনয় নিবেদন,

বিজয়ার নমস্কার জানিবেন। আপনার পত্র পাইয়াছি, কালি-কলমও একখানা পাইয়াছি, বেশ কাগজ, অনেক নতুন ধরণের জিনিষ চোখে পড়িয়াছে। সব রকম নতুনের মধ্যে আমি আছি। কালি-কলমকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিলাম।

আপনি কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া আমাকে পত্র দিলেই একটা গল্প পাঠাবো।বোধহয় কার্তিক মাসের শেষে আপনার হস্তগত হইতে পারে। কালি-কলম মাসের প্রথমে বাহির হয় না শেষে?

আমিও বোধহয় জানুয়ারীর প্রথমে কলিকাতা ফিরিব। সেখানে আলাপ হইবে।

আপনাদের বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ পূর্ণতা লাভ করুক। নমস্কার জানিবেন।

নিঃ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

Ismailpur Katchery

5-12-26

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইতে কিছু দেরী হওয়ার কারণ এই যে আমি এখন ভাগলপুরে নাই, সহর হইতে কিছুদূরে মফঃস্বলে কার্য্যানুরোধে আসিয়াছি ও কিছু দিন থাকিব। আপনার কলিকাতা যাওয়ার পত্র ঘুরিয়া হাতে পড়িতে বিলম্ব হইল।

এখানে বড় ব্যস্ত আছি, আমি ভাগলপুরে পৌঁছিয়াই গল্প পাঠাইয়া দিব। খাতাপত্রও কিছু সঙ্গে আনি নাই। নরেনকে * আমার কথা বলিবেন। আশাকরি কুশলে আছেন।

আমার ঠিকানা উপরে দিলাম। নমস্কার জানিবেন।

নিঃ

বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

(* বিভূতিভূষণের বাল্যবন্ধু)

৪

Ismailpur Katchery

29.1.27

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পেয়েচি।আমি আপনার পূর্ব্বের পত্র পাইনি, পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম। নানাকাজে ব্যস্ত থাকি, কখন কোথায় থাকি এজন্য পত্রাদির গোলমাল ঘটে। মধ্যে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যাবো বলে রওনা হই, কিন্তু বক্সারে গিয়ে সেইখানে একখানা কাগজে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শোচনীয় হত্যা ব্যাপার পড়ে মন বড় খারাপ হয়ে পড়ে। দিল্লী না গিয়ে কাশী, চুনার, মৃর্জাপুর ইত্যাদি ঘুরে ফিরে আসি।

আপনার গল্পের কথা ভুলিনি। আপনাকে আর লুকিয়ে কি হবে, খুলেই বলি। আমি একটা নভেল * লিখচি ও শেষ করে এনেচি—আর ২টা chapter হলে শেষ হয়। একটু বড় হবে। এইটার জন্য আমাকে সকল সময় খাটতে হয় এবং এইটার পিছনেই চিন্তা করতে হয়— অবশ্য আমি সময় খুব কমই পাই—সেই সময়ের মধ্যে এই কাজে ব্যস্ত থাকি। নভেলটা শেষ হয়ে এলো, আর ১০/১২ দিনের মধ্যে সাঙ্গ করে তুলতে পারবো ভরসা করি।প্রায় ৪০০ পাতার বই হবে বোধহয়।এইটাকে শেষ করে আমি অবকাশ পাবো—সেই সময় আপনাদের গল্প দেওয়াই আমার একটা কাজ হবে জানবেন। পৌষের কালি-কলম পেয়েছি। জগদীশ গুপ্তের লেখাগুলি বেশ লাগে। সেদিন সুরেন গাঙ্গুলি মহাশয়ের সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধে কথা হোল। তিনি একটা লেখা শিগ্‌গির দেবেন বলছিলেন, দিয়েছেন কিনা জানি না।

এখানে শীত খুব, ওখানে কেমন? নরেন কোনো লেখা-টেখা দেয় না কেন? সে তো বেশ পদ্য লেখে জানি।

ওপরের ঠিকানায় পত্র দেবেন। ঐ ঠিকানাতে আপাতত ১৫/১৬ দিন থাকবো।

নমস্কার ও প্রীতি জানবেন।

বশম্বদ

বিভূতিভূষণ দেবশর্মা

(* পথের পাঁচালী)

৫

ইসমাইলপুর

৮- ৪-২৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র অনেক ঘুরে তবে আমার হাতে পড়ে, এই জন্যেই সব পত্র পড়েও না, বা পড়লেও দেরীতে পড়ে। সেইজন্য উত্তর দিতে দেরী হয়, সেজন্য কিছু মনে করবেন না।

আমার নভেলখানা সম্বন্ধে আপনি যে জিজ্ঞাসা করেচেন বা প্রেমেনবাবু যে সদিচ্ছা প্রকাশ করেচেন, আমার নভেল তার উপযুক্ত নয়। তবে আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষার জন্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

মে মাসের প্রথমে আমি কলকাতা নিশ্চয়ই যাবো।সে সময় আপনাদের সঙ্গে দেখা নিশ্চয়ই হবে।

কালি-কলমের দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করি। ২য় বর্ষ ও ১ম বর্ষের মত গৌরবমণ্ডিত হউক। এই বৎসরে নানা ঝঞ্ঝাটে লেখা না দিতে পেরে লজ্জিত আছি, আগামী বৎসরে কোনো ত্রুটি করব না।

হাঁ—একটা কথা লিখি। দেখলাম কালি-কলমে সুরেনবাবুর কতকগুলো লেখা * পুরোনো 'সংহতি' কাগজ থেকে নেওয়া হচ্ছে। অধুনালুপ্ত "অয়ন" কাগজে আমার দুটো গল্প ছিল। "অয়ন" কাব্যছত্র থেকে বেরুতো, Oriental Society of Arts-এর ওখানে কপি আছে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ছিলেন, যদি আপনাদের পছন্দ হয়, সে গল্প দুটো নিতে পারেন না? একটার নাম "দাতার স্বর্গ" আর একটার "জলসত্র"।আমার কাছে "অয়ন" নেই, গল্পের কপিও নেই— কলকাতার বাসায় আছে। নরেনকে বললে ও যোগাড় করে দিতে পারে।

আমার নভেলটা শেষ হলেও এখনও কিছু কাটকুট কর্তে হবে। একটা কাগজে বার হবার কথা হচ্চে।যদিও পাকাপাকি কিছু এখনও হয়নি।

আশা করি কুশলে আছেন।নমস্কার জানবেন, যে ঠিকানা নীচে দিলাম, এই ঠিকানাতে পত্র দিলেই ঠিকমত হাতে পড়ে।

নিঃ
বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

(* সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জৎ' ও 'বাণী' যথাক্রমে সংহতি ১৩৩১,
বৈশাখ ও পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

৬

ভাগলপুর
২১-৭-২৭

সবিনয় নিবেদন,

অনেকদিন আপনার কোনো পত্র বা কাগজ কিছুই পাই নাই। এর কারণ হয়তো এই যে আমি গত দু'মাস দেশে ছিলাম।

পত্রের বড় গোলমাল হয়েচে।সম্প্রতি এখানে এসে শুনলাম যে আপনার লেখা এক পত্র এরা ঠিকানা কেটে দেশে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে পত্র আমার হাতে পড়ে নাই। তাতে কি লেখা ছিল জানি না, আমিও দেশ থেকে রওনা হয়েচি, সে পত্রখানাও দেশে গিয়ে পড়েচে।

পুজোর মধ্যে একটা গল্প আপনাকে পাঠাবো নিশ্চয়। নভেলটাকে অনেক জায়গায় ঢেলে সাজাতে হচ্চে, সেজন্যে বড় সময় খেয়ে যায়, আপনার কাছে বড় লজ্জিত আছি, তবে বন্ধুর বন্ধু* বলে যদি কিছু মনে না করেন।

আশা করি কুশলে আছেন। নমস্কার নেবেন।

নিঃ
বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

(* নরেন)

৭

বড়বাসা *
১৬-১১-২৭

সবিনয় নিবেদন,

মুরলীবাবু, আপনার পত্রখানা অনেকদিন এসে এখানে পড়েছিল, আমার হাতে আসেনি, কারণ আমি গত ১২/১৪ দিন কার্য্যোপলক্ষে পাটনায় ছিলাম। এখানে এসে অন্যান্য পত্রের মধ্যে আপনার পত্রখানা পেলাম। এইজন্য উত্তর দিতে দেরী হোল, ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন আশা করি। আপনি এখানে এসেছিলেন তা সুরেনবাবুর কাছে

শুনেছিলাম।জগদ্ধাত্রী পূজার পরই তাঁর সঙ্গে আমার এখানেই দেখা হয়।যখনই অবসর পাবেন—একবার এদিকে আসবার চেষ্টা করবেন। বড় আনন্দ পাবো।

ইসমাইলপুরে এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারিনি। বোধহয় আগামী সপ্তাহের প্রথমে ওখানে যাবো।আপনার ও আপনার মহৎ প্রচেষ্টার কথা কি ভুলতে পারি?যেটুকু সাধ্য তা করবো জানবেন।

এবারে রাজগিরি ও নালন্দা দেখে এলুম। প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপে জংলা বাঁশের বনে নির্জন অপরাহ্নে বসে অনেক স্বপ্ন দেখেচি। দেখা হোক সব বলবো।

কালি-কলম ইসমাইলপুরের ঠিকানায় দয়া করে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। সেখানেই আগামী সপ্তাহে যাবো ও অনেকদিন থাকবো।

আশা করি কুশলে আছেন। নমস্কার নেবেন ও পত্রের উত্তর দেবেন।

ভবদীয়
বিভূতিভূষণ
দেবশর্মা

(* ভাগলপুর শহরে)

বড়বাসা

১৯-১১-২৭

৮

প্রীতিভাজনেষু

মুরলীবাবু, আপনার আর একখানি পত্র পেলাম। এর আগেই আপনার পত্রের উত্তর বরদা এজেন্সির ঠিকানায় দিয়েছি, পেয়ে থাকবেন বোধহয়। আমি case উপলক্ষে ১২/১৪ দিন পাটনায় গিয়েছিলাম। নানা জায়গায় বেড়ালাম, সেকথা লিখেচি আপনাকে। বড় ভাল লাগল।

এখনও সুস্থির হয়ে বসতে পারিনি। পরের কাজেই জীবন কাটল। নিজের কাজ আর হয়ে ওঠে না। আপনার গল্পের কথা ভুলিনি; ইসমাইলপুরে নির্জনে বসলেই লিখবো এবার থেকে আর ভুল হবে না।

আপনার কালি-কলম কার্তিক সংখ্যা পেয়েছি। মনীন্দ্র বসুকে * অনেকদিন পরে আসরে নামিয়েছেন দেখছি। লেখা বড় মিষ্টি লাগে। বেশ দৃষ্টিশক্তি আছে।আর বেশ গুছিয়ে লিখতে পারে।

বেলীবনের ওপারে** সেই Lock gateটার কাছে বৈকালের ছায়ায় বসাটা এখনও ভুলিনি।

নমস্কার ও প্রীতি জানবেন। দয়া করে পত্র ইসমাইলপুরের ঠিকানায় দেবেন। সেখানেই কাল যাবো।

ভবদীয়
বিভূতিভূষণ
দেবশর্মা

(* কার্তিক ১৩৩৪ কালি-কলমে প্রকাশিত ‘জলবাঘে’।

* বিভূতিভূষণের স্মৃতির রেখা, ৪৮ পৃষ্ঠা।)

৯

ইসমাইলপুর

১৫-১-২৮

প্রীতিভাজনেষু,

বহুদিন আপনার পত্রাদি পাই নাই। আশা করি শীঘ্র কুশল সংবাদে সুখী করিবেন। বড়দিনের বন্দে [বন্ধে] আপনাকে এদিকে পাইবার আশা করিয়াছিলাম, বোধহয় দেশের দিকে যাইয়া থাকিবেন।

'কালি-কলমে'র জন্য একটা গল্প লিখিয়া রাখিয়াছি। এমনি না রেজেস্ট্রী করিয়া পাঠাইব? যদি ছাপাইবার যোগ্য মনে হয় তবে ফাল্গুনের সংখ্যায় দিবার সুবিধা হইবে কি?

এবারের 'কালি-কলম' এখনও পাই নাই।

সুরেনবাবু মধ্যে ভাগলপুর এসেছিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। তাঁকে এবার এখানে আসিবার অনুরোধ করিয়া পত্র দিব। আপনিও শ্রীপঞ্চমীর বন্দে [বন্ধে] একবার আসুন না।

নমস্কার ও প্রীতি গ্রহণ করুন।

ভবদীয়

বিভূতিভূষণ
দেবশর্মা

Ismailpur
Katchery

১৯-২-২৮

১০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সব কয়খানা পত্রই পেয়েছি। নানা কার্যের গোলমালে আপনার আগের পত্র দু-খানার উত্তর দেওয়ার কথা এমন চাপা পড়ে গিয়েছিল যে সেজন্য আমি মনে মনে লজ্জিত। আপনার গল্পটি লিখে রেখেও কেন ঠিক সময়ে পাঠাতে পাচ্ছিনে, তাও বলি।

সুরেনবাবুর সঙ্গে ভাগলপুরে কথাবার্ত্তার পরে উপেনবাবু এখানে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার নভেলের বিষয়ে কথাবার্তা হয়। ঠিক হয় যে আগামী আষাঢ় মাস থেকে নরেনবাবুর উপন্যাস 'সিতী' শেষ হলে আমারটা আরম্ভ হবে। কিন্তু আমার নভেলখানা আগাগোড়া কপি করে দিতে হবে। এতে আমি রাজী হই না—অতগুলো পাতা—আপনি দেখে গিয়েছেন অনেকগুলো পাতা—বসে বসে কপি করবার আমার সময় নাই ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখিয়ে উপেনবাবুকে রাজী করাই যে নভেল এমনিই নেবেন copy করে দিতে হবে না। কিন্তু সর্ত এই যে নভেল বেরুবার আগে অন্ততঃ দুটো ছোট গল্প 'বিচিত্রা'তে যাওয়া যাই।

এই কথাবার্তার পরে ফিরে এসে নভেলের ms. খানা পড়তে গিয়ে দেখি যে অধিকাংশ স্থানে লেখা আমিই ভাল পড়তে পারিনে—তা ছাড়া অনেক অংশ অদলবদল করবার প্রয়োজনের অপেক্ষা করচে এমনও মনে হোল, self imposed task সকলের চেয়ে বেশী exacting হয়— এখন এই হয়েচে যে একদণ্ড অবসর পাইনে।সারা দুপুর নভেল কপি ও সংশোধন—সন্ধ্যার পর বিচিত্রার জন্য গল্প লেখা ও নভেলের ২য় ভলুম এবং তা ছাড়া ষ্টেটের কাজ তো আছেই। আপনার গল্পটাও আর একবার দেখে দেওয়া দরকার—এমন সময় পাচ্ছিনে যে সেটা একবার দেখি। এমনও ভাবচি যে ৩টা ছোট গল্পই একসঙ্গে কপি করবো, আর ২/৪দিন পরে হাতের গল্পটা শেষ করে সব গল্পগুলো একসঙ্গে দেখবো।তারপর আপনারটা পাঠিয়ে দেবো।

দেখুন—এমন সময় নেই—Imperial Library থেকে নতুন বেরুনো Coleman's Ice ages বইখানা আনিয়েছিলাম, Glacial epoch সম্বন্ধে আধুনিকতম অনুসন্ধানের ফল তাতেলিপিবদ্ধ আছে—কিন্তু টাকা ২ খরচ করে বই আনিয়ে আজ মাস খানেক পড়ে আছে, পাতা উল্টে দেখেছি মাত্র, পড়বার সময় পাই নাই। এদিকে

কাল Library থেকে বইখানা চেয়ে পাঠিয়েছে। ষ্টেটসংক্রান্তও একটা বড় মামলা বাধবো বাধবো করচে—এতেই বুঝুন আমার দুরবস্থা।

নভেলখানা খুব বড় হবে না—অনেক ছাঁটকাট যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় কি জানি? ২য় ভলুমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সব ঘটনা marshall কর্তে গিয়ে অনেক গলদ ও difficulty পৌঁছে গেল, কি যে ঝঞ্ঝাটের কাজ—আর কি বিপদেই যে পড়েচি! কলকাতা অনেকদিন যাইনি তার জন্যেও মনটা ব্যস্ত আছে। আপনার কালি-কলম কৈ? চিত্রবহা * বেশ লাগচে।নমস্কার নিন।

বিভূতিভূষণ দেবশর্মা

(* সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস।
১৩৩৪ সালের কালি-কলমে বৈশাখ থেকে চৈত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত)

১১

Ismailpur Katchery
1.4.28.

প্রীতিভাজনেষু,

মুরলীবাবু, আপনার গল্পটা অদ্য দেখিতে বসিলাম, কয়েকদিনের মধ্যে যেরূপে হউক্ পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছি।

আশা করি ভাল আছেন। নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ভবদীয়
বিভূতিভূষণ দেবশর্মা

পুঃ—এবারকার কালি-কলম * বড় ভাল লাগলো, 'চিত্রাবহা' বেশ লেগেচে।সকলের চেয়ে ভাল লাগল নলিনীবাবুর প্রবন্ধটা।**

(* ফাল্গুন ১৩৩৪। *শ্রীনলিনীকিশোর গুহর 'মনের দাসত্ব')

বড়বাসা
১-৫-২৮

১২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পেয়েচি। বৈশাখের কাগজ এতদিনে বার হয়ে গিয়েচে।জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গল্পটা দিতে পারবো।আপনাকে পত্র লেখবার পরে উপেনবাবু উপন্যাসখানার কপি অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবার জন্য পত্র লেখেন, কিন্তু আমি কপি শেষ করেই উঠতে পারিনি এখনও। লেখা নিয়ে থাকতে হোলে অন্য কোন কাজ যে করা চলে না তা এতদিনে একটু একটু বুঝচি। সুরেনবাবু সে হিসেবে বেশ আছেন।

মে মাসের কোন নাগাৎ এখানে আসবেন? প্রথমে না শেষের দিকে? আমি বোধহয় ১৬-১৭ই মে এখানকার কাজ এবারকার মত মিটিয়ে কলকাতা যাবো। যেখানেহোক দেখা হবে।

ভাগলপুর ইনষ্টিটিউটে এককপি 'চিত্রবহা' কিনে এনেচে। তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। আমি অনেকদিন পরে ভাগলপুর এসে কাল ক্লাবে গিয়েছিলাম, সেখানে হেমন্তবাবুর মুখে শুনলাম বইখানার খ্যাতি এখানে খুব।এ আনন্দ সংবাদ আপনাকে না দিয়ে থাকতে পারা গেল না।

বৈশাখের মধ্যে উপন্যাসের কপি যদি শেষ না করে উঠতে পারি, তবে বোধহয় এবারে'বিচিত্রা'র আশা আমায় ছাড়তে হোল। বড় মুস্কিলের মধ্যে পড়ে আছি।

নমস্কার জানবেন। পুত্র ইসমাইলপুর ঠিকানায় দেবেন।সেখানেই কাল যাবো।

বিভূতিভূষণ দেবশর্মা

(শেষ পর্যন্ত কালি-কলমে বিভূতিভূষণের একটি গল্প পাওয়া গিয়েছিল। কালি-কলমের তৃতীয় বর্ষে ১৩৩৫-এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর ‘গ্রহের ফের’।)

চিঠিগুলির জন্য দ্রষ্টব্য

‘বিংশ শতাব্দী’

২ বর্ষ ১১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৫,

পৃ. ১১৯২-১১৯৬।

—নির্বাহী সম্পাদক।